শিল্পবার্তা

বর্ষ: ৯ | সংখ্যা: ১৭ | শ্রাবণ ১৪২৭ | জুলাই ২০২০

পুরাতন ঢাকার রাসায়নিক দ্রব্য স্থানান্তরের উদ্যোগ

শ্যামপুরে অস্থায়ী গুদাম নির্মাণ কাজ উদ্বোধন

পুরাতন ঢাকার কেমিক্যাল পণ্য নিরাপদে সংরক্ষণের লক্ষ্যে "অস্থায়ী ভিত্তিতে রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণের জন্য গুদাম নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। গত ৯ জানুয়ারি রাজধানীর শ্যামপুরে অবস্থিত উজালা ম্যাচ ফ্যাক্টরি প্রাঙ্গণে এ নির্মাণকাজের ভিত্তি ফলক উন্মোচন করেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি। শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ সময় সৈয়দ আবু হোসেন এমপি, বিসিআইসি'র তৎকালীন চেয়ারম্যান মোঃ হাইয়ুল কাইয়ুম, বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিচালিত নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ডকইয়ার্ড এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্ লিমিটেডের মহাব্যবস্থাপক (পরিকল্পনা ও নকশা) ক্যাপ্টেন আল আমিন চৌধুরীসহ শিল্প মন্ত্রণালয় এবং বিসিআইসি'র ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী বলেন, রাজধানীর জননিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার সাময়িকভাবে রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণের জন্য এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এর স্থায়ী সমাধানের জন্য মুন্সিগঞ্জে বিসিক কেমিক্যাল শিল্পনগরী গড়ে তোলা হচ্ছে। এ শিল্পনগরী স্থাপনের পরপরই সেখানে রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবসায়ীদেরকে স্থায়ীভাবে সরিয়ে নেয়া হবে। অস্থায়ী ভিত্তিতে নির্মিত রাসায়নিক গুদাম প্রকল্প ৬ মাসের মধ্যে সমাপ্ত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। শিল্পমন্ত্রী আরও বলেন, বর্তমান সরকার ব্যবসাবান্ধব সরকার। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ তৈরিতে সর্বাত্মক সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। এর ফলে ইতোমধ্যে দেশে ব্যবসা ও শিল্পসহায়ক পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বিশেষ করে পুরাতন ঢাকার জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। এর নির্মাণ কাজ শুরু হওয়ায় ঢাকাবাসী ও ব্যবসায়ীদের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পূরণ হলো বলে তিনি মন্তব্য করেন। উল্লেখ্য, সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে উজালা ম্যাচ ফ্যাক্টরির ৬.১৭ একর জায়গার ওপর এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৭৯ কোটি ৪২ লাখ টাকা হলেও নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ডকইয়ার্ড এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্ লিমিটেডকে ৪৯ কোটি ৭৪ লাখ ৫৮ হাজার ৭৮৫ টাকায় প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৫৪টি অস্থায়ী গুদাম, ভূমি উন্নয়ন, গুদাম সংশ্লিষ্টদের জন্য তিনতলা বিশিষ্ট ২টি অফিস ভবন, বিসিআইসির জন্য একটি অফিস ভবন, একটি মসজিদ এবং ১ লাখ গ্যালন ধারন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ওভারহেড ও একটি আন্ডার গ্রাউণ্ড পানির ট্যাংক নির্মাণ, বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন, ট্রান্সফরমার, জেনারেটর, ফায়ার হাইড্র্যান্টসহ স্বয়ংক্রিয় অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা স্থাপন, সংযোগ রাস্তা, আরসিসি ড্রেন ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ করা হবে।

"অস্থায়ী ভিত্তিতে রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণের জন্য গুদাম নির্মাণ" প্রকল্পের
ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান

শ্যামপুরে অস্থায়ী গুদাম নির্মাণ কাজ উদ্বোধন করছেন মাননীয় শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, এমপি।
উপস্থিত ছিলেন সৈয়দ আবু হোসেন এমপি, বিসিআইসি'র তৎকালীন চেয়ারম্যান মোঃ হাইয়ুল কাইয়ুম।

বিশ্বমানের শিপবিল্ডিং ইয়ার্ড নির্মাণের জন্য সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর

বাংলাদেশে বিশ্বমানের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শিপবিল্ডিং ইয়ার্ড নির্মাণ ও সংশ্লিষ্টখাতের অত্যাধুনিক ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্প স্থাপনে বিনিয়োগ করবে নেদারল্যান্ডের বিখ্যাত জাহাজ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ডামেন গ্রুপ ও সিঙ্গাপুরের উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান জেন্টিয়াম সল্যুশনস্। প্রতিষ্ঠান দু'টির সমন্বয়ে গঠিত যৌথ উদ্যোগ দ্যা জেন্টিয়াম-ডামেন কনসোর্টিয়াম রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশনের (বিএসইসি) সাথে যৌথ বিনিয়োগে পটুয়াখালী জেলার চরনিশানবাড়িয়া মৌজায় এ প্রকল্প বাস্তবায়নে আগ্রহী। এ লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে গত ১৪ জানুয়ারি বিএসইসি'র সাথে দ্যা জেন্টিয়াম-ডামেন কনসোর্টিয়ামের এক সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বিএসইসি'র পক্ষে সংস্থার সচিব ইঞ্জিনিয়ার মোঃ আবুল খায়ের সরদার, ডামেন গ্রুপের পক্ষে প্রতিষ্ঠানটির এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের পরিচালক রোল্যাণ্ড ব্রিনি এবং জেন্টিয়াম সল্যুশন্সের পক্ষে প্রতিষ্ঠানটির কো-চেয়ারম্যান ইকতেদার হাসান মুরাদ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এ চুক্তির আওতায় প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্রাক-সমীক্ষা যাচাই করা হবে। এর ভিত্তিতে দ্রুত যৌথ বিনিয়োগে শিপবিল্ডিং ইয়ার্ড নির্মাণ ও সংশ্লিষ্টখাতের অণ্যাধুনিক ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্প স্থাপন করা হবে। এ সময় শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি, তৎকালীন শিল্পসচিব মোঃ আবদুল হালিম, বাংলাদেশে নেদারল্যান্ডের ডেপুটি হেড অব মিশন জেরোয়েন স্টেগসহ শিল্প মন্ত্রণালয়, বিএসইসি এবং চুক্তি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এ উপলক্ষে শিল্প সচিব মোঃ আবদুল হালিমের সভাপতিত্বে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথ ধরে দ্রুত এগিয়ে চলছে। অতীতের সকল রেকর্ড ভেঙ্গে বাংলাদেশ ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৮.১৫ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম হয়েছে। এর ফলে গোটা বিশ্ব বাংলাদেশকে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। বাংলাদেশের উন্নয়ন গতিধারা ক্রমেই 'শার্ট' থেকে 'শিপ'-এ রূপান্তর হচ্ছে।

বিশ্বমানের শিপবিল্ডিং ইয়ার্ড নির্মাণের জন্য সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর বিএসইসি'র পক্ষে সংস্থার সচিব ইঞ্জিনিয়ার মোঃ আবুল খায়ের সরদার, ডামেন গ্রুপের পক্ষে প্রতিষ্ঠানটির এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের পরিচালক রোল্যাণ্ড ব্রিনি এবং জেন্টিয়াম সল্যুশন্সের পক্ষে প্রতিষ্ঠানটির কো-চেয়ারম্যান ইকতেদার হাসান মুরাদ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। উপস্থিত ছিলেন মাননীয় শিল্পমন্ত্রী ও তৎকালীন শিল্প সচিব।

কর্ণফুলী পেপার মিলসের আধুনিকায়ন করা হবে- শিল্প প্রতিমন্ত্রী

চট্টগ্রামের কর্ণফুলী পেপার মিলস (কেপিএম)-কে আধুনিকায়নের উদ্যোগ নেয়া হবে বলে জানিয়েছেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার। তিনি বলেন, এই ঐতিহ্যবাহী শিল্প প্রতিষ্ঠানে ইউরোপিয়ান মানের সম্পূর্ণ নতুন যন্ত্রপাতি স্থাপনের লক্ষ্যে উদ্যোক্তা অনুসন্ধান করা হচ্ছে। শিল্প প্রতিমন্ত্রী গত ১৫ জানুয়ারি ২০২০ চট্টগ্রামের চন্দ্রঘোনায় অবস্থিত কর্ণফুলী পেপার মিলস পরিদর্শন শেষে কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় এ কথা বলেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, দু' একটা পুরাতন যন্ত্রাংশ প্রতিস্থাপন করে একে লাভজনক করা সম্ভব নয়। অকেজো যন্ত্র সরিয়ে জার্মান অথবা ইতালির উন্নত মানের যন্ত্র বসিয়ে একে পুনরায় উৎপাদনক্ষম ও লাভজনক করা হবে। সরকারি কারখানা লাভজনক হলে শ্রমিক-কর্মচারীরাই লাভবান হবেন উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী এই শিল্প প্রতিষ্ঠানের সুনাম অক্ষুণ্য রাখার জন্য সকলে মিলে কাজ করার আহবান জানান। তিনি বলেন, কর্ণফুলী পেপার মিলসের ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনের সমস্যাসমূহ সমাধান করা হবে। সভায় এক পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনে জানানো হয়, পঞ্চাশের দশকে স্থাপিত এই কাগজ কলটিতে ইংল্যান্ডের যন্ত্রপাতি স্থাপন করে নির্মাণ করা হয়। অনেক পুরাতন হয়ে যাওয়া এ কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান (তৎকালীন) মোঃ হাইয়ুল কাইয়ুম, কর্ণফুলী পেপার মিলসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী ড. এম এম এ কাদের এসময় উপস্থিত ছিলেন।

মতবিনিময় সভা
জনাব কামাল আহমেদ মজুমদার, এমপি
জনাব মোঃ হাইয়ুল কাইয়ুম
প্রকৌঃ ড. এম এম এ কাদের
১৫
জানুয়ারী ২০২০ খ্রিঃ

কর্ণফুলী পেপার মিলস পরিদর্শন শেষে মতবিনিময় সভায় শিল্প প্রতিমন্ত্রী

বাংলাদেশে বিনিয়োগের জন্য ভারতীয় উদ্যোক্তাদের পরামর্শ

ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য প্রদর্শনী "ইন্ডি বাংলাদেশ ২০২০" এর উদ্বোধনকালে শিল্পমন্ত্রী

ভারতীয় উদ্যোক্তাদের জন্য বাংলাদেশ একটি পৃথক অর্থনৈতিক অঞ্চলের সুবিধা দেবে বলে উল্লেখ করেছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন। তিনি এ অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগ করে উৎপাদিত পণ্য ভারতে রপ্তানির সুবিধা নিতে সেদেশের উদ্যোক্তাদের প্রতি আহবান জানান। শিল্পমন্ত্রী গত ২২ জানুয়ারি তিন দিনব্যাপী ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য প্রদর্শনী "ইন্ডি বাংলাদেশ ২০২০" এর উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ আহবান জানান। রাজধানীর বসুন্ধরা আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশে ভারতীয় হাইকমিশনের সহায়তায় ভারতের ইঞ্জিনিয়ারিং এক্সপোর্ট প্রমোশন কাউন্সিল (ইইপিসি) এর আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার রীভা গাঙ্গুলী দাশ, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই) এর সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মুনতাকিন আশরাফ, ভারতের ইঞ্জিনিয়ারিং এক্সপোর্ট প্রমোশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান রভি শেহগাল ও সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান মহেশ কে. দেশাই বক্তব্য রাখেন। শিল্পমন্ত্রী বলেন, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে বাংলাদেশ অত্যন্ত উদার নীতি গ্রহণ করেছে। ফলে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য আকর্ষণীয় গন্তব্যে পরিণত হয়েছে। বিদেশি বিনিয়োগ বাড়াতে সরকার আকর্ষণীয় প্রণোদনাসহ ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলছে। এসব অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগকারীদের জন্য বিডা প্রাথমিক তথ্য সেবা থেকে শুরু করে নিবন্ধন পর্যন্ত সর্বাত্মক সহায়তা দিচ্ছে।

২০১৭ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফরের সময় অনেক স্বনামধন্য উদ্যোক্তারা বাংলাদেশে বিনিয়োগের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন। এর ফলে অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশে ভারতীয় বিনিয়োগ ৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে যাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। ভারতীয় হাইকমিশনার রীভা গাঙ্গুলী দাশ বলেন, দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত বাংলাদেশের বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার। দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ ক্রমেই বাড়ছে এবং ব্যবসা ও বিনিয়োগের জন্য নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে। তিনি বাংলাদেশের ধারাবাহিক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রশংসা করে বলেন, গত অর্থবছরে ৮.১৫ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশ উদীয়মান অর্থনীতির দেশে পরিণত হয়েছে।

Inauguration of INDEE Bangladesh 2020
EEPCINDIA
22 January 2020, Dhaka

বাংলাদেশের বিনিয়োগের জন্য ভারতীয় উদ্যোক্তাদের পরামর্শ বিষয়ক অনুষ্ঠানে বক্তৃতা প্রদান করছেন মাননীয় শিল্পমন্ত্রী।

শিল্পমন্ত্রীর আহ্বানে রাষ্ট্রায়ত্ব চিনিকলের আধুনিকায়নে বিনিয়োগে সম্মত হয়েছে জেবিআইসি ও এক্সিম ব্যাংক অফ থাইল্যাণ্ড

রাষ্ট্রায়ত্ব চিনিকলগুলোর আধুনিকায়নের জন্য অর্থায়নের বিষয়ে সম্মত হয়েছে জাপান ব্যাংক ফর ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন (জেবিআইসি) এবং এক্সিম ব্যাংক অফ থাইল্যাণ্ড। প্রতিষ্ঠান দু'টি রাষ্ট্রায়ত্ব চিনিকলের আধুনিকায়ন, পণ্য বৈচিত্র্যকরণ এবং উন্নত ইক্ষুজাত আবাদে বাংলাদেশি চাষিদের প্রশিক্ষিত করতে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবে। থাইল্যাণ্ড সফররত শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূনের সাথে বৈঠককালে গত ২৪ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠান দু'টির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এ সম্মতির কথা জানান। এক্সিম ব্যাংক অফ থাইল্যান্ডের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে রাষ্ট্রায়ত্ব চিনিকলগুলোর আধুনিকায়ণ, সম্প্রসারণ ও পণ্য বৈচিত্র্যকরণের বিষয়ে চিনি শিল্পখাতে থাইল্যান্ডের খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠান স্যুটেক ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি লিমিটেডের কারিগরি প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হয়। এ সময় জেবিআইসি এবং এক্সিম ব্যাংক অফ থাইল্যান্ডের কর্মকর্তারা এ কারিগরি প্রস্তাবে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং বাংলাদেশে চিনি শিল্পের উন্নয়নে বিনিয়োগের বিষয়ে সম্মতি জানান। এসময় শিল্পমন্ত্রী ব্যাংক দু'টির কর্মকর্তাদের বিনিয়োগের বিষয়ে একটি সমন্বিত প্রস্তাব পেশের পরামর্শ দেন। সমন্বিত প্রস্তাব পাওয়ার পর বাংলাদেশ সরকার এ বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বাংলাদেশের চিনি শিল্পের আধুনিকায়ণে বিনিয়োগের আগ্রহের জন্য তাদের ধন্যবাদ জানান।

রাষ্ট্রায়ত্ত চিনিকলের আধুনিকায়নে বিনিয়োগে জেবিআইসি ও এক্সিম ব্যাংক অফ থাইল্যাণ্ড বৈঠকে মাননীয় শিল্পমন্ত্রী, জেবিআইসির মহাপরিচালক নাওমি তামাকি, এক্সিম ব্যাংক অফ থাইল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট পিসিট সেরিউইওয়াততানে।

বাংলাদেশের বেভারেজ শিল্পখাতে থাই উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগের আহ্বান শিল্পমন্ত্রীর

বাংলাদেশের খাদ্য ও বেভারেজ শিল্পখাতে বিনিয়োগের বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে উল্লেখ করে শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন সম্ভাবনাময় এ শিল্পখাতে থাইল্যান্ডের ঐতিহ্যবাহী বেভারেজ শিল্প প্রতিষ্ঠান থাইবেভ (ThaiBev)-এর প্রতি যৌথ বিনিয়োগে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। থাইল্যান্ড সফররত শিল্পমন্ত্রী গত ২৫ জানুয়ারি থাইবেভ পরিদর্শনকালে প্রতিষ্ঠানটির উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে আয়োজিত বৈঠকে এ আহ্বান জানান। বৈঠকে থাইবেভের ব্যবস্থাপনা পরিচালক থামনি রাচাকটরা, ভাইস প্রেসিডেন্ট উইচিট চিন্দাসমবেচারণ, স্যটেক ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি লিমিটেডের চেয়ারম্যান ডঃ তেরাপল, প্রেসিডেন্ট ড. পিট প্রকসেথরন, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের তৎকালীন চেয়ারম্যান অজিত কুমার পাল এফসিএ, শিল্প মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব মোঃ জিয়াউর রহমান খান উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে শিল্পমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকারের মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশে বিপুল পরিমান বৈদেশিক শ্রমশক্তি কাজ করছে। সে সঙ্গে পর্যটন শিল্পেরও দ্রুত বিকাশ ঘটছে। এতে করে ফুড এবং বেভারেজ পণ্যের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। শিল্পমন্ত্রী রাষ্ট্রায়ত্ব চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের সাথে যৌথ বিনিয়োগে বাংলাদেশে বেভারেজ শিল্প স্থাপনের পরামর্শ দেন। কৃষিভিত্তিক এ শিল্পখাতে বিনিয়োগে এগিয়ে আসলে সরকারের পক্ষ থেকে সম্ভব সবধরনের নীতি সহায়তা প্রদানের আশ্বাস প্রদান করেন মন্ত্রী। থাইবেভের কর্মকর্তারা অন্যান্য দেশের বিনিয়োগের অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশের ফুড ও বেভারেজ শিল্পখাতে বিনিয়োগের আশা প্রকাশ করেন। পরে শিল্পমন্ত্রী থাইবেভের বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়া সরেজমিনে পরিদর্শন করেন।

আশুগঞ্জ সার কারখানার সমস্যা সমাধানে দ্রুততম সময়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে
আশুগঞ্জ সার কারখানা পরিদর্শনকালে শিল্প প্রতিমন্ত্রী

আশুগঞ্জ সারকারখানার যান্ত্রিক সমস্যাসহ অন্যান্য সকল সমস্যা সমাধানে দ্রুততম সময়ের মধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সার কারখানাটি ইউরোপিয়ান উন্নত প্রযুক্তিতে নির্মাণ করা হয়েছে। পুরাতন যন্ত্রাংশ পুনঃস্থাপন করা হলে আগামী ১৫ বছর কারখানাটিতে পূর্ণ ক্ষমতায় সার উৎপাদন করা সম্ভব হবে। শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২০ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জে আশুগঞ্জ সার কারখানা পরিদর্শন শেষে কর্মকর্তাদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় এ কথা বলেন। বিসিআইসির তৎকালীন চেয়াররম্যান হাইয়ুল কাইয়ুম, আশুগঞ্জ সার কারখানার ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, ব্যবস্থাপক (অপারেশন্স) বিজয় কুমার সরকার এসময় উপস্থিত ছিলেন। শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, দুর্নীতির সাথে জড়িত কেউ প্রমাণিত হলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কোন অসাধু কর্মকর্তা যাতে দুর্নীতি করতে না পারে সে বিষয়ে সতর্ক থাকার জন্য সিবিএ'র নেতাদের প্রতি আহ্বান জানান প্রতিমন্ত্রী। সভায় আশুগঞ্জ সার কারখানার কর্মকর্তাদের পক্ষ হতে আশুগঞ্জ-২ সার কারখানা নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়। এ প্রসঙ্গে প্রতিমন্ত্রী বলেন, আশুগঞ্জ সার কারখানায় দ্বিতীয় কোন কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা আপাতত সরকারের নেই। সার পরিবহন একটি ব্যয়বহুল প্রক্রিয়া উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, উত্তরবঙ্গে সারের চাহিদার প্রেক্ষাপট বিবেচনায় সেখানে একটি নতুন সার কারখানা স্থাপন করা হবে। আশুগঞ্জ সার কারখানায় ২টি বাফার গোডাউন নির্মাণ করা হবে বলে প্রতিমন্ত্রী উল্লেখ করেন। বিসিআইসির চেয়ারম্যান বলেন, অলাভজনক শিল্পকারখানাগুলোকে লাভজনক করতে প্রয়োজনীয় মেরামত ও আধুনিকায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আগামী দু'বছরের মধ্যে সকল শিল্প লাভজনক হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

আশুগঞ্জ সার কারখানা পরিদর্শনকালে শিল্প প্রতিমন্ত্রী

ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়ন

ডিসেম্বরের মধ্যে কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত হবে

চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি মাস্টার প্লান বাস্তবায়নের জন্য কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হবে। সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে আলোচনা করে কর্মপরিকল্পনার খসড়া চূড়ান্ত করা হবে। দেশের শিল্প, সেবা, কৃষিসহ সকলখাতে কাঙ্খিত পরিমাণে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২১ সালের জানুয়ারি থেকে দশ বছর মেয়াদি ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি মাস্টার প্লান বাস্তবায়ন শুরু হবে। শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত জাতীয় উৎপাদনশীলতা কার্যনির্বাহী কমিটির ১৯তম সভায় গত ২৩ ফেব্রুয়ারি এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তৎকালীন শিল্প সচিব মোঃ আবদুল হালিম এতে সভাপতিত্ব করেন। সভায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব লুৎফুন নাহার বেগম, বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মোঃ রইছ উদ্দিন, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান সনৎ কুমার সাহা, এনপিও'র পরিচালক নিশ্চিন্ত কুমার পোদ্দার, বিসিআইসি'র পরিচালক মোঃ শাহীন কামাল, নাসিব সভাপতি মির্জা নুরুল গণি শোভন এবং এফবিসিসিআই, এমসিসিআই, বিসিআই, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন, বিকেএমইএ, বিটিএমসিসহ কমিটি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও ট্রেডবডির প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় রাষ্ট্রায়ত্ত চিনিকলের উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ সময় জানানো হয়, মেটেরিয়াল ফ্লো কস্ট একাউন্টিং পদ্ধতি প্রয়োগ করে মান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে রাজশাহী, নাটোর ও নর্থবেঙ্গল সুগার মিলের উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধির কর্মসূচি নেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে জাপানভিত্তিক এশিয়ান প্রোডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশনের (এপিও) কারিগরি বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি প্রথম পর্যায়ের সমীক্ষা চালিয়েছেন। চার ধাপে এ পদ্ধতি বাস্তবায়ন করে চিনিকলের উপজাত পুনরায় ব্যবহার, উৎপাদন খরচ সাশ্রয় এবং উৎপাদনশীলতা বাড়ানো হবে। পর্যায়ক্রমে রাষ্ট্রায়ত্ত অন্য ১২টি চিনিকলেও এ পদ্ধতি অনুসরণ করে উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হবে বলে সভায় তথ্য প্রকাশ করা হয়। সভায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এনপিও'র উৎপাদনশীলতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্প্রসারণের বিষয়ে আলোচনা হয়।

জাতীয় উৎপাদনশীলতা কার্যনির্বাহী কমিটির ১৯তম সভা

স্বর্ণ ও হীরার গুণগতমান নিয়ন্ত্রণে নীতিমালা করা হবে

----- শিল্পমন্ত্রী

স্বর্ণ ও হীরার গুণগতমান নিয়ন্ত্রণে একটি নীতিমালা করা হবে বলে জানিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি। তিনি বলেন, ভোক্তা পর্যায়ে মানসম্মত গহনা নিশ্চিত করতে এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে। এ লক্ষ্যে তিনি শিল্প মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে নীতিমালা প্রণয়ন কমিটি গঠনের নির্দেশনা দেন। শিল্প মন্ত্রণালয়ে বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতির নেতাদের সাথে আয়োজিত বৈঠকে তাদের দাবির প্রেক্ষিতে শিল্পমন্ত্রী গত ২৭ ফেব্রুয়ারি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের এ নির্দেশনা দেন। এ সময় সমিতির নেতারা বলেন, সরকার জুয়েলারি শিল্পের উন্নয়নে 'স্বর্ণ নীতিমালা ২০১৮' প্রণয়ন করেছে। এ নীতিমালার ৫নং অনুচ্ছেদে স্বর্ণ মান প্রণয়ন, যাচাই ও নিয়ন্ত্রণের জন্য হলমার্ক পদ্ধতি বাধ্যতামূলক করা হলেও এখন পর্যন্ত তা কার্যকর হয়নি। স্বর্ণ ও হীরার হলমার্কিং এর উপযুক্ত ল্যাব না থাকায় ক্রেতা-ভোক্তারা প্রতারিত হচ্ছেন। তারা স্বর্ণ ও হীরার তৈরি জুয়েলারি গুণগণমান নিয়ন্ত্রণে দ্রুত একটি নীতিমালা প্রণয়নের দাবি জানান। শিল্পমন্ত্রী বলেন, জুয়েলারি শিল্পের সাথে অনেক মানুষের কর্মসংস্থান জড়িত। বর্তমান সরকার দেশীয় শিল্প বিকাশের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে। এ শিল্পের স্বার্থ রক্ষায় সরকার সম্ভব সব ধরণের নীতি সহায়তা দেবে। তিনি ভোক্তাদের স্বার্থে স্বর্ণ ও হীরার তৈরি জুয়েলারির গুণগণমান নিশ্চিত করার তাগিদ দেন।

বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতির নেতাদের সাথে আয়োজিত বৈঠকে শিল্পমন্ত্রী

উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ ৫০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য নিয়ে সরকার কাজ করছে

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বলেছেন, ২০৩০ সাল নাগাদ উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ শতকরা ৫০ ভাগে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে সরকার কাজ করছে। এটি অর্জনে শিল্প মন্ত্রণালয় এসএমইখাতকে মূল চালিকাশক্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে। এসএমইখাতে অল্প পুঁজিতে শিল্প স্থাপনের সুযোগ বেশি বিধায় নারীরা এখাতে বেশি পরিমাণে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন। ফলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ছে এবং তাদের জন্য নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক আয়োজিত ব্যাংকার-নারী উদ্যোক্তা সমাবেশ ও পণ্য প্রদর্শনী ২০২০ এর উদ্বোধনকালে শিল্পমন্ত্রী এ কথা বলেন। রাজধানীর মিরপুরে বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমীর এ.কে.এন আহমেদ মিলনায়তনে গণ ৫ মার্চ এ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। শিল্পমন্ত্রী বলেন, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ বাড়াতে বর্তমান সরকার জাতীয় এসএমই নীতিমালা ২০১৯ প্রণয়ন করেছে। এ নীতিমালার বাস্তবায়নে গৃহীত ১১টি কৌশলের মধ্যে ৮নং কৌশলে সুনির্দিষ্টভাবে নারী উদ্যোক্তাদের উন্নয়নভিত্তিক কর্মসূচির প্রসার ও বিশেষায়িত সেবা প্রদানের নির্দেশনা রয়েছে। এর আলোকে নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসা শুরু ও ব্যবসা পরিচালনায় অর্থায়ন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি, ব্যবসা সম্পর্কিত তথ্য সহজলভ্যকরণ, ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। পাশাপাশি নারী উদ্যোক্তাদের জন্য উন্নয়ন তহবিল গঠন, উইম্যান চেম্বার ও ট্রেডবডির প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বাজার সংযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদিণ পণ্য বিপণনের সুযোগ জোরদার করা হচ্ছে। শিল্পমন্ত্রী আরও বলেন, এসএমইখাতের উদ্যোক্তাদের উৎপাদিণ পণ্য বেচা-কেনায় বিদ্যমান সমস্যা মোকাবেলায় শিল্প মন্ত্রণালয় রাজধানীর পূর্বাচলে একটি স্থায়ী 'সেলস্ অ্যান্ড ডিসপে সেন্টার' স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে।

নারী উদ্যোক্তা সমাবেশ ও পণ্য প্রদর্শনী ২০২০ এর উদ্বোধনকালে মাননীয় শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, এমপি, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর ফজলে কবির।

মোটরসাইকেল ভেন্ডারদের জন্য রোডম্যাপ তৈরি হচ্ছে

মোটরসাইকেল শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০১৮ বাস্তবায়ন সমন্বয় পরিষদের সভা

দেশীয় মোটরসাইকেল ভেন্ডারদের উন্নয়নে সরবরাহ চেইন নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাইকা'র সহায়তায় একটি রোড ম্যাপ তৈরি করা হচ্ছে। এছাড়া ভোক্তা পর্যায়ে রিটেইল ফাইনান্সিংয়ে সুদের হার ২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৯ শতাংশে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গত ৯ মার্চ ২০২০ শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে মোটরসাইকেল শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০১৮ বাস্তবায়নে গঠিত সমন্বয় পরিষদের দ্বিতীয় সভায় এ কথা জানানো হয়। শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এবং সভায় শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার উপস্থিত ছিলেন। সভায় জানানো হয়, শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে একটি আধুনিক মানের অটোমোটিভ ইন্সটিটিউট স্থাপন করা হবে। মোটরসাইকেল উৎপাদন ও ভোক্তা পর্যায়ে ঋণ প্রক্রিয়া সহজ করার জন্য মোটরসাইকেল উৎপাদন প্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষ হতে অনুরোধের প্রেক্ষিতে এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দেওয়া হয়। এসময় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নে গঠিত বাংলাদেশ ব্যাংকের ৬টি স্পেশাল ফান্ডের সুবিধা গ্রহণের জন্য অন্তর্ভুক্ত মোটর সাইকেল শিল্প মালিকদের প্রতি পরামর্শ প্রদান করা হয়। সভায় মোটরসাইকেল উৎপাদনকারীদের পক্ষ হতে মোটরসাইকেলের সিকেডি অনুমোদন ও রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া বিআরটিএ হতে অনলাইনে সম্পন্ন করার সুবিধা প্রদানের দাবি জানানো হয়। সভাপতির বক্তৃতায় শিল্পমন্ত্রী বলেন, দেশীয় মোটরসাইকেল শিল্পের উন্নয়নে সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করছে। সারাদেশের মানুষের যাতায়াত ও ব্যবসা বৃদ্ধির সাথে সাথে মোটরসাইকেলের ব্যবহার বৃদ্ধি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। শিল্পমন্ত্রী মোটরসাইকেল উৎপাদনকারীদের সকল দাবী সমন্বিত করে একটি পরিপূর্ণ প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের আহবান জানিয়ে এ সকল দাবী পূরণে সহায়তা প্রদানের আশ্বাস প্রদান করেন। দেশীয় মোটরসাইকেল শিল্পের উন্নয়নে সহজ শর্ত ও প্রক্রিয়ায় ঋণ প্রদানে ব্যাংকগুলো এগিয়ে আসবে বলে শিল্পমন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করেন। শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, দেশের বাইরে মোটরসাইকেল রপ্তানির সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর বিষয়ে মোটরসাইকেল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের আরো মনোযোগী হতে হবে। তিনি বলেন; রপ্তানি বাজারের পাশাপাশি দেশীয় বাজারের জন্যও মানসম্মত মোটরসাইকেল উৎপাদন করতে হবে। যে সকল প্রতিষ্ঠান স্পেয়ার পার্টস আমদানি না করে স্থানীয়ভাবে উৎপাদন করবে, তাদেরকে বেশি সুবিধা প্রদান করা হবে বলে প্রতিমন্ত্রী উল্লেখ করেন। প্রতিমন্ত্রী এ সময় শুধু সরকারি ভর্তুকির ওপর নির্ভরশীল না হয়ে আত্মনির্ভরশীল হবার জন্য মোটরসাইকেল শিল্প মালিকদের প্রতি আহ্বান জানান। সভায় তৎকালীন শিল্প সচিব মোঃ আব্দুল হালিম, অতিরিক্ত সচিব পরাগ, এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সফিকুল ইসলাম, বিসিকের চেয়ারম্যান মোঃ মোশ্‌তাক হাসান, এনডিসি, বাংলাদেশ ইস্পাত প্রকৌশল কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মোঃ রইছ উদ্দিন, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী সদস্য মোঃ কামরুল হাসান, বাংলাদেশ ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক লীলা রশিদ, বাংলাদেশ মটরসাইকেল এসেম্বলার্স ও ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মতিউর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মোটরসাইকেল শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০১৮ বাস্তবায়ন সমন্বয় পরিষদের সভায় শিল্পমন্ত্রী ও শিল্প প্রতিমন্ত্রী

মানদণ্ডের বেশি ক্রোমিয়াম ছাড়লে সংশ্লিষ্ট ট্যানারিগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে

এলডব্লিউজি মানদণ্ডের বেশি ক্রোমিয়াম ছাড়লে সংশ্লিষ্ট ট্যানারিগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ক্রোমিয়ামের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ট্যানারিগুলোকে সময় দেওয়া হবে। এর মধ্যে ক্রোমিয়ামের মাত্রা এলডব্লিউজি মানদণ্ড অর্জনে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ট্যানারিগুলো বন্ধেরও ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে। গত ১১ মার্চ শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে চামড়া শিল্প নগরী, ঢাকা (চতুর্থ সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের সিইটিপিসহ সার্বিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি, শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার ও প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান সভায় বক্তৃতা করেন। সভায় এক পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনে জানানো হয়, ফেব্রুয়ারি ২০২০ এর রিপোর্ট অনুযায়ী সাভারে অবস্থিত চামড়া শিল্পনগরীতে চলমান ট্যানারিসমূহের মধ্যে ১৩০টি ট্যানারির ৭টি যথাযথভাবে ক্রোম নিঃসরণ করছে এবং ৯টি ধীরে ধীরে উন্নতি করছে। এসময় অবশিষ্ট ট্যানারিগুলোকে এ বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বলেন, এলডব্লিউজির শর্তসমূহ পূরণে চামড়া শিল্প নগরীর সিইটিপি পরিচালনায় গঠিত কোম্পানির বোর্ডকে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে। তিনি বলেন, এলডব্লিউজি সনদ অর্জনের পথে আমরা অনেক দূরে এগিয়েছি। অবশিষ্ট কাজগুলো দ্রুত সম্পাদন করতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান বলেন, চামড়া শিল্পনগরী সঠিকভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে ইতিমধ্যে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে ব্যর্থ হলে কোম্পানির বোর্ডকে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। এসময় বাংলাদেশ ট্যানার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি শাহীন আহমেদ ট্যানারি পরিচালনার সাথে জড়িতদের সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানান। সভায় হাজারীবাগ চামড়া শিল্পনগরীতে ট্যানারি মালিকদের পটসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং রাজউকের সাথে আলোচনা করে এ বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় সাভারে অবস্থিত চামড়া শিল্প নগরীর বিদ্যমান সমস্যাসমূহ থেকে উত্তরণের প্রস্তাবনাসমূহ কোম্পানির বোর্ড হতে শিল্প মন্ত্রণালয়ে ১৮ মার্চের মধ্যে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। প্রস্তাবনাসমূহ আলোকে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তৎকালিন শিল্প সচিব মোঃ আবদুল হালিম, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনের চেয়ারম্যান মোঃ মোস্তাক হাসান, পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আহমদ শামীম আল রাজী, পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. এ, কে, এম, রফিক আহাম্মদ, বাংলাদেশ ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শাহীন আহমেদ, বাংলাদেশ ফিনিশড লেদার, লেদার গুডস অ্যাণ্ড ফুটওয়্যার এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মহিউদ্দিন আহমেদ, বাংলাদেশ ব্যাংকের উপ-মহাব্যবস্থাপক দেবাশীষ চক্রবর্তী, বুয়েটের ডঃ মোঃ দেলোয়ার হোসেন, ডঃ মোঃ আব্দুল জলিল, সত্যেন্দ্রনাথ পাল, প্রকল্প পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার জিতেন্দ্রনাথ পাল এসময় উপস্থিত ছিলেন।

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত চামড়া শিল্প নগরী, ঢাকা প্রকল্পের সিইটিপিসহ সার্বিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি, শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার ও প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান

শিল্প মন্ত্রণালয় চত্বরে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ মুজিব বর্ষের উদ্বোধনী দিনে শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মসূচি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিব বর্ষ' এর উদ্বোধনী দিন ১৭ মার্চ ২০২০ এ শিল্প মন্ত্রণালয় চত্বরে মুজিব বর্ষ উপলক্ষে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে শিল্প প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রণালয় ও এর অধীন দপ্তর/সংস্থাগুলোর সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। এরপর শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে জাতির পিতার কর্মময় জীবন ও আদর্শের উপর আলোচনা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি। তৎকালিন শিল্প সচিব মোঃ আবদুল হালিম অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন, এছাড়াও মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ এবং দপ্তর সংস্থার প্রধানগণ উপস্থিত থেকে আলোচনা ও দোয়া মাহফিলে অংশগ্রহণ করেন। প্রধান অতিথির বক্তৃতায় শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার বলেন, যে মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে একসময় বঙ্গবন্ধু অবহেলিত এ অঞ্চলের শিল্পখাতের উন্নয়নে বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন, সেই শিল্প মন্ত্রণালয়ের সকলকে শিল্পসমৃদ্ধ উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে। শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ অবিচ্ছিন্ন। বঙ্গবন্ধু ছাড়া বাংলাদেশের অস্তিত্ব কল্পনাও করা যায়না। শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে লাভজনক ও সামগ্রিক শিল্পখাতকে শক্তিশালী করা হলে বঙ্গবন্ধুর আত্মা শান্তি পাবে। শিল্প প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, জাতির পিতা অতিসাধারণ জীবন যাপন করতেন। স্বাধীন বাংলাদেশ যাতে বিশ্বের দরবারে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে, সেজন্য তিনি অতি দ্রুততার সাথে উন্নয়নের সকল রূপরেখা ও পরিকল্পনা তৈরি করে গিয়েছিলেন। জাতির পিতার এসকল পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরলসভাবে কাজ করছেন। শিল্পসচিব বলেন, দেশের সঠিক ইতিহাস জানা প্রত্যেক নাগরিকের অপরিহার্য দায়িত্ব। দেশ গঠনে বঙ্গবন্ধুর অসামান্য ত্যাগ ও অবদানের প্রতি জাতি চিরকাল কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। তিনি বলেন, জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে দেশব্যাপী শিল্পায়নকে শক্তিশালী করতে হবে। এ লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীকে আরও আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে। দিবসটি উপলক্ষে জাতির পিতার শৈশব-কৈশোর থেকে শুরু করে তাঁর কর্মময় জীবনের বিভিন্ন আলোকচিত্র ও বানী সমৃদ্ধ পোস্টার, সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যানার, ড্রপ ডাউন ব্যানার, এসএস ফ্রেমড ডিসপ্লে বোর্ড, ফেস্টুন, জন্মশতবার্ষিকীর লোগো সম্বলিত পতাকা, রঙিন পতাকা, ফুলের টব ইত্যাদি দ্বারা শিল্প মন্ত্রণালয় ভবন সজ্জিত করা হয়। সাউণ্ড সিস্টেমে মুজিব বর্ষের থিমসং বাজানো হয়। ১৬ মার্চ ২০২০ থেকে মন্ত্রণালয়ের সামনে স্থাপিত এলইডি ডিসপ্লেতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর নির্মিত ভিডিও ক্লিপস্ প্রদর্শন করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও আলোচনা সভায়
মাননীয় শিল্প প্রতিমন্ত্রী ও শিল্প সচিব।
ও প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান

এর আগে ১৫ মার্চে শিল্প সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে দিবসটি উপলক্ষে বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করে শিল্প মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ। কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে: জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির নির্দেশনা অনুযায়ী ১৭ মার্চ ২০২০ শিল্প মন্ত্রণালয় ভবন এবং মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ভবন এবং দপ্তর/সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন অফিস, কারখানা ও স্কুল-কলেজ ভবনের সামনে বিধি মোতাবেক জাতীয় পতাকা উত্তোলন, ১৭ মার্চ সকাল ৮.০০ টা থেকে ১০.০০ টা পর্যন্ত শিল্প মন্ত্রণালয়ের সামনে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন, জাতির পিতার কর্মময় জীবন ও আদর্শের উপর আলোচনা অনুষ্ঠান এবং শিল্প মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ভবনগুলোতে দৃষ্টিনন্দন আলোকসজ্জা, শিল্প মন্ত্রণালয়ের মসজিদ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কারখানাগুলোর মসজিদে বাদ জোহর জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত, দপ্তর/সংস্থার আঞ্চলিক, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অফিস, প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্টরা জাতীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে স্থানীয়ভাবে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ ইত্যাদি। এছাড়া, মুজিব বর্ষে দেশের কোনো মানুষ গৃহহীন থাকবে না মর্মে প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যাশা পূরণে শিল্প মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর/সংস্থাগুলো বছরব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে নিজ উদ্যোগে গৃহহীনদের মাঝে গৃহের ব্যবস্থা করবে।

করোনা ভাইরাসজনিত ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ৩১ দফা নির্দেশনা বাস্তবায়নে শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা

বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সকলের জন্য পালনীয় ৩১ দফা নির্দেশনা প্রদান করেছেন। করোনা ভাইরাসজনিত পরিস্থিতির কারণে দেশের অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র, মাইক্রো ও মাঝারি শিল্পের প্রায় সিংহভাগ বন্ধ রয়েছে। আমাদের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি শিল্প সেক্টরকে গতিশীল রাখা এবং অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্পসমূহকে সচল রাখা শিল্প মন্ত্রণালয়ের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। শিল্পখাতের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নসহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত সকলের জন্য পালনীয় ৩১ দফা নির্দেশনার মধ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নযোগ্য নির্দেশনাসমূহ পরিকল্পিত উপায়ে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হলে করোনা ভাইরাসজনিত ছুটিকালীন ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠার লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং শিল্প সচিবের নির্দেশনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ৩১ দফা নির্দেশনার মধ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক যে সকল নির্দেশনা বাস্তবায়নযোগ্য তা চিহ্নিত করে প্রতিটি নির্দেশনার বিপরীতে কর্ম-কৌশল এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থা নির্ধারণ করে একটি কর্ম-পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নে শিল্প মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ সংস্থাসমূহ কাজ করছে।

দেশের বর্তমান করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত
৩১ দফা নির্দেশনা বাস্তবায়নে শিল্প মন্ত্রণালয়ের

কর্ম-পরিকল্পনা

শিল্প মন্ত্রণালয়

এপ্রিল ২০২০

করোনাজনিত ছুটি কালীন শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্ম -উদ্যোগ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার সুদৃঢ় সোপান নির্মাণ করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের নেতৃত্বে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত শিল্পনীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্পখাতের অবদান ক্রমেই জোরদার হচ্ছে। দেশব্যাপী টেকসই ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতের দ্রুত প্রসার ঘটছে। এ ধারাবাহিকতা রক্ষাকল্পে নভেল করোনা ভাইরাস এর সংক্রমনজনিত কারণে ছুটিকালীন সময়ে স্বাস্থ্য-সুরক্ষার সকল নির্দেশনা কঠোরভাবে অনুসরণ করে উৎপাদনমুখী শিল্পপ্রতিষ্ঠান-সমূহকে সচল রাখা, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, লবণ, চিনি এবং সার উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থা অটুট রাখাসহ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বা অনলাইন সুবিধা গ্রহণ করে নিয়মিত ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠান এবং অনলাইনে ই-ফাইলের মাধ্যমে দাপ্তরিক কাজকর্ম সম্পাদন করা হয়েছে। করোনা মহামারী জনিত ছুটি সময়ে (গত ২৬/০৩/২০২০ তারিখ হতে ২২/০৫/২০২০ তারিখ) পর্যন্ত অফিস বন্ধ কালীন অনলাইনে ই-ফাইলের মাধ্যমে দাপ্তরিক কাজকর্ম সম্পাদন করা হয়েছে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মাসিক প্রতিবেদন, APA সংক্রান্ত কার্যক্রম, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক শিল্প মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত প্রদত্ত নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এ সময়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সকল গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ই-নথিতে সম্পন্ন হয়। ছুটিকালীন সময়ে শিল্প মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনের অনুবিভাগ কর্তৃক মোট ৩২টি সভা এবং ৪টি প্রশিক্ষণ কোর্স ভার্চুয়াল মাধ্যমে আয়োজন করা হয়। নিয়মিত Zoom Application Software -এর মাধ্যমে মাসিক সভা, উন্নয়ন প্রকল্পের সকল সভাসহ প্রয়োজনীয় সকল সভা অনুষ্ঠান করা হয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের এপিএ'র খসড়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে এবং এপিএএমএস সফটওয়্যারে আপলোড করা হয়েছে। আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ২০২০-২০২১ অর্থবছরের এপিএ ভার্চুয়াল সভা করে ২৬.৭.২০ তারিখ স্বাক্ষর করা হয়েছে। শিল্প কারখানায় স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করে শিল্প কারখানায় উৎপাদন কার্যক্রম চলমান রাখার স্বার্থে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের গাইডলাইন পুরোপুরি অনুসরণের জন্য ০৩ মে শিল্প মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্দেশনা দিয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত এসএমই খাতের প্রণোদনা প্যাকেজের সুষ্ঠু বাস্তবায়নে কার্যকর সুপারিশমালা প্রণয়নসহ এসএমইখাতের ক্ষতি মোকাবেলায় জরুরি করণীয় নির্ধারণপূর্বক প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ এবং এসএমই সংশ্লিষ্ট মালিক/উদ্যোক্তা, শ্রমিক, সাপ্লাই চেইনের সাথে জড়িত সকলকে মূলধারায় ফিরিয়ে আনার উপায় অনুসন্ধান ও তদনুযায়ি উদ্যোগ গ্রহণের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় হতে একজন অতিরিক্ত সচিব'কে আহবায়ক করে সংশ্লিষ্ট অংশিজনের সমন্বয়ে "এসএমই খাত উজ্জীবন সংক্রান্ত একটি কমিটি" গঠন করা হয়। শিল্প উদ্যোক্তা, শ্রমিক, ব্যবস্থাপক ও কর্মীদের সহযোগিতা করতে এসএমই ফাউন্ডেশন, বিসিক এবং সংশ্লিষ্ট ট্রেডবডির সাথে পরামর্শক্রমে এনবিআর, অর্থবিভাগ এবং ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ে যথাযথ প্রস্তাব প্রেরণ করেছে শিল্প মন্ত্রণালয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতি কিছু পরামর্শ দেয়া হয়েছে। কোভিড-১৯ সময়কালে এবং উত্তরকালে এসএমই খাতকে সহযোগিতা করতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং ট্রেডবডির প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

করোনা ভাইরাস সংক্রমণরোধে শিল্প মন্ত্রণালয়

দেশে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণরোধে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে শিল্প মন্ত্রণালয়। এর মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান কেরু অ্যান্ড কোম্পানির মাধ্যমে হ্যান্ড স্যানিটাইজার উৎপাদন, শিল্প মন্ত্রণালয়ের কন্ট্রোল রুম স্থাপন, বাধ্যতামূলক থার্মাল স্ক্যানার ব্যবহার, মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাগুলোর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে আন্তঃযোগাযোগের জন্য হোয়াটস আ্যপ গ্রুপ চালু করা, দাপ্তরিক সভা সীমিতকরণ ও অনলাইনের মাধ্যমে সভা আয়োজন ইত্যাদি। কোভিড সংক্রমণ চলাকালে শিল্প মন্ত্রণালয়ের দপ্তর/সংস্থাসহ আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/ কর্মচারীর স্বাস্থ্য সম্পর্কিত আপডেট জানতে এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে সবাইকে সহায়তা করার লক্ষ্যে গঠন করা হয়েছে covid-19 WhatsApp group. কোভিড-১৯ গ্রুপ সক্রিয়ভাবে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সকল দপ্তর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের এবং করোনা পরিস্থিতি গৃহীত কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তথ্য বিনিময় করছেন ও প্রতিদিন আপডেট রাখছেন। ফলে শিল্প পরিবারের প্রতিটি সদস্য এই পরিস্থিতিতে নিঃসঙ্গ বোধ না করে নির্ভরতা ও সাহস পাচ্ছেন এবং মনোবল অটুট রেখে কাজ করতে পারছেন। এছাড়া শিল্প মন্ত্রণালয় কর্মক্ষেত্রের পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করার উদ্যোগ নিয়েছে। মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা, মাঠ পর্যায়ের আঞ্চলিক অফিস, জেলা অফিস, শিল্পনগরী কার্যালয়, শিল্প-কারখানা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। করোনার প্রার্দুভাবে উদ্ভুত যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা নিতে শিল্প মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাগুলোর কন্ট্রোল রুম চালু করা হয়েছে। মতিঝিলে অবস্থিত শিল্প মন্ত্রণালয়ে চতুর্থ তলায় ৪১৯ নং কক্ষে এটি চালু করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (সাধারণ সেবা) প্রতুল কুমার সাহাকে মন্ত্রণালয়ের ফোকাল পয়েন্ট মনোনীত করা হয়েছে। যে কোনো জরুরি প্রয়োজনে মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্টদের কন্ট্রোল রুমের হট লাইন নম্বর +৮৮০২৯৫৫৮৪১৩, মোবাইল নম্বর ০১৭২০-০৯৮৩৬১, ই-মেইল: pratul.saha1@gmail.com এ যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল দপ্তর ও সংস্থা/কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়সহ সকল কারখানা, আওতাধীন শিল্পনগরীতে কন্ট্রোল রুম চালু করে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নির্ধারণের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এসব কন্ট্রোল রুমের ফোকাল পয়েন্টের তথ্য সংশ্লিষ্ট এলাকার সকল শিল্প মালিক এবং শ্রমিক সংগঠনসহ সবাইকে অবহিত করতে বলা হয়েছে।

করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে শিল্প মন্ত্রণালয় ও প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজের অনুদান

দেশের করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাদের একদিনের বেতন প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে জমা দেওয়া হয়েছে। সাবেক শিল্প সচিব মোঃ আবদুল হালিম চেকটি হস্তান্তর করেন। এছাড়া শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (পিআইএল) প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে এক কোটি টাকা অনুদান দিয়েছে। গত ৫ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউসের নিকট শিল্প সচিব মোঃ আবদুল হালিম চেকটি হস্তান্তর করেন। এসময় বাংলাদেশ স্টিল এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং করপোরেশন (বিএসইসি)'র চেয়ারম্যান মোঃ রইছ উদ্দিন ও প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ তৌহিদুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন। এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিএসএফআইসি উৎপাদিত স্যানিটাইজারের প্রথম লটের পাঁচহাজার বোতল স্যানিটাইজার শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়েছে।

কেরু অ্যান্ড কোম্পানির হ্যান্ড স্যানিটাইজার এবং কেরুজ ভিনিগার উৎপাদন

শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন রাষ্ট্রায়ত্ব কেরু এণ্ড কোম্পানি (বাংলাদেশ) লিমিটেড হ্যাণ্ড স্যানিটাইজার উৎপাদন শুরু করেছে। 'কেরুজ হ্যান্ড স্যানিটাইজার (Carew's Hand Sanitizer)' নামে এই জীবাণুনাশক ২৩ মার্চ থেকে পরীক্ষামূলকভাবে বাজারজাত করা হয়েছে। ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় দেখা গেছে, কেরু উৎপাদিত হ্যান্ড স্যানিটাইজার ৯৯ দশমিক ৯৯ শতাংশ জীবাণু ধ্বংস করতে সক্ষম। ইতোমধ্যে চুয়াডাঙ্গার স্থানীয় প্রশাসন ও কেরু কোম্পানি (বাংলাদেশ) লিমিটেডের শ্রমিক-কর্মচারীদের মধ্যে এটি বিতরণ করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন জায়গায় ১৬টি বিপণন কেন্দ্র, শিল্প মন্ত্রণালয় এবং চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের সামনে এ স্যানিটাইজার পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া, চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে এটি সরবরাহ করা হবে। প্রতি ১০০ মিলিলিটার বোতলের স্যানিটাইজারের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ৬০ টাকা। রাষ্ট্রায়ত্ত চিনিকলগুলোতে পণ্য বৈচিত্র্যকরণ কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় হ্যান্ড স্যানিটাইজারের পর বাজারে এসেছে কেরুজ ভিনেগার। গত ১৬ এপ্রিল বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের আওতাধীন কেরু এ্যান্ড কোম্পানি (বাংলাদেশ) লিমিটেড নতুন আঙ্গিকে এ পণ্য বাজারজাত শুরু করেছে। কেরুতে দুই ধরনের ভিনেগার উৎপাদিত হয়। সাদা ভিনেগার ও মল্টেড ভিনেগার। ভিনেগারের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) হাজার লিটার। প্রতি ৪৫০ মিলিলিটারের বোতল ৫০ টাকা ও ৭৫০ মিলিলিটারের বোতল ৮০ টাকা দরে বিক্রি করা হচ্ছে। খাদ্যকে জীবাণুমুক্ত করতে ভিনেগার অত্যন্ত কার্যকর। সম্প্রতি করোনা ভাইরাসের (কোভিড-১৯) সংক্রমণ ঠেকাতে বাজারে জীবাণুনাশক হ্যাণ্ড স্যানিটাইজারের পাশাপাশি ভিনেগারে চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

হ্যান্ড স্যানিটাইজারের পর আসছে কেরুজ জৈব সার

করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে স্বাস্থ্য-সুরক্ষায় হ্যান্ড স্যানিটাইজার উৎপাদনের পর কেরু এ্যান্ড কোম্পানি (বাংলাদেশ) লিমিটেড সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে বাজারে নিয়ে আসছে কেরুজ জৈব সার 'সোনার দানা'। স্বল্পমূল্যে কৃষকদের নিকট উন্নতমানের কেরুজ জৈব সার পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার প্রক্ষিতে এই রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে 'সোনার দানা' ব্যাপক হারে উৎপাদন ও বাণিজ্যিকীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। চিনিকলের আখ হতে বর্জ্য হিসেবে প্রাপ্ত ফিল্টার মাড, প্রেসমাড ও ডিস্টিলারি ইফ্লুয়েন্ট স্পেন্টওয়াস হতে জৈব সার 'সোনার দানা' তৈরি করায় এ জৈবসার ভেজালমুক্ত ও উন্নত মানসম্পন্ন। বর্তমানে জৈব সার কারখানাটির বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৭ হাজার মেট্রিক টন। জৈব সার 'সোনার দানা' ১ কেজি ও ৫০ কেজির প্যাকেটে বাজারজাত করা হচ্ছে।

বাজারে আসছে ইস্টার্ন টিউবসের এলইডি লাইট

শীঘ্রই বাজারে আসছে ইস্টার্ন টিউবস লিমিটেডের গুণগত মানসম্পন্ন ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এলইডি লাইট। গত ৯ এপ্রিল প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, ইতিমধ্যে এ লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্প 'এলইডি লাইট (সিকেডি) অ্যাসেমবিং পান্ট ইন ইটিএল' -এর বাস্তবায়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এর ফলে বছরে ৮ লাখ পিস এলইডি লাইট উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ করা সম্ভব হবে। সরকারি অর্থায়নে ৪৮ কোটি ২৮ লাখ টাকা ব্যয়ে পান্টটি স্থাপন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ স্টিল এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং করপোরেশন (বিএসইসি)-এর এই শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য রাজধানীর তেজগাঁওয়ে ছয় তলা ভবন নির্মাণ করে সেখানে এলইডি লাইট উৎপাদন কারখানা স্থাপন করা হয়েছে। এলইডি লাইট উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি দক্ষিণ কোরিয়া হতে আনা হয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়ার হারমোনিকম লিমিটেডের প্রকৌশলীদের সহযোগিতায় ইতিমধ্যে ইস্টার্ন টিউবসের প্রকৌশলীগণ কারখানায় যন্ত্রপাতি স্থাপন করেছেন।

বিসিক শিল্পনগরীতে সার্ভিস চার্জ আদায় তিন মাসের জন্য স্থগিত

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনের (বিসিক) আওতাধীন শিল্পনগরীগুলোতে স্থাপিত শিল্প ইউনিটের সব ধরণের সার্ভিস চার্জ আদায় আগামী ০৩ (তিন) মাসের জন্য স্থগিত করা হয়েছে। গত ১১ এপ্রিল বিসিকের এক অফিস আদেশে এ কথা জানানো হয়। উল্লেখ্য, কোভিড-১৯ এর প্রেক্ষিতে দেশের শিল্পায়নের ধারাকে গতিশীল রাখতে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এর আওতায় বিসিক শিল্পনগরীতে অবস্থিত সকল শিল্প ইউনিটের ২০১৯ সালে বৃদ্ধিকৃত সার্ভিস চার্জসহ অন্যান্য চার্জ আদায় ১১ এপ্রিল থেকে তিন মাস স্থগিত থাকবে। সারাদেশে বিসিকের ৭৬ টি শিল্পনগরী রয়েছে। বিসিকের নিজস্ব তহবিল (বিনিত) থেকে ঋণ গ্রহণকৃত শিল্প উদ্যোক্তাদের নিকট হতে ঋণের কিস্তি আদায়ও ০৩ মাসের জন্য স্থগিত করা হয়।

বিসিক শিল্পনগরীসমূহে তৈরি হচ্ছে মেডিকেল অক্সিজেন, পিপিই, স্যানিটাইজার, মাস্ক ও ঔষধ সামগ্রী

দেশে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবজনিত পরিস্থিতি মোকাবেলায় বিসিক শিল্পনগরীসমূহে তৈরি হচ্ছে পার্সোনাল প্রটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট (পিপিই), হ্যান্ড স্যানিটাইজার, মাস্ক এবং জরুরী চিকিৎসাকাজে ব্যবহৃত মেডিকেল অক্সিজেন । করোনার থেকে সুরক্ষিত থাকতে দেশে এ সকল উপকরণের চাহিদা ব্যাপক বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও রোগতত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) নির্দেশিত স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে এগুলোর উৎপাদন অব্যাহত রাখা হয়েছে। জরুরী চিকিৎসা কাজে ব্যবহৃত মেডিকেল অক্সিজেন উৎপাদন করছে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনের আওতাধীন বিসিক শিল্পনগরী টাঙ্গাইলের শিল্প প্রতিষ্ঠান মেসার্স বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্যাস লিমিটেড। টাঙ্গাইলের তারটিয়ায় অবস্থিত এ শিল্প প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশে মেডিকেল অক্সিজেন উৎপাদনকারী চারটি প্রতিষ্ঠানের অন্যতম। করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসায় জরুরী প্রয়োজনে অক্সিজেন সরবরাহ করতে ঔষধ প্রশাসনের নির্দেশনা অনুসারে এই শিল্প প্রতিষ্ঠানটি অক্সিজেন উৎপাদন করছে। এছাড়া বিসিক শিল্পনগরীসমূহের ওষুধ কারখানাগুলোও উৎপাদন অব্যাহত রেখেছে। জাতির এই সংকটময় পরিস্থিতিতে বিসিক শিল্পনগরীগুলোতে উৎপাদিত এসকল পিপিই, স্যানিটাইজার ও মাস্ক বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) এবং ঢাকাসহ অন্যান্য জেলায় হাসপাতাল ও ক্লিনিকে প্রেরণ করা হচ্ছে।

দেশে বর্তমানে পর্যাপ্ত পরিমাণে ইউরিয়া সার মজুদ আছে

দেশে বর্তমানে পর্যাপ্ত পরিমাণে ইউরিয়া সার মজুদ আছে। একই সঙ্গে বিসিআইসি'র নিয়ন্ত্রাধীন সকল সার কারখানাগুলোতে স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণ করে উৎপাদন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ডিলারদের মাধ্যমে কৃষকদের নিকট সার পৌঁছে দিতে সহযোগিতার জন্য জেলা প্রশাসকদের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছে শিল্প মন্ত্রণালয়। গত ১৩ এপ্রিল শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) জানিয়েছে, কর্পোরেশনের সার কারখানা ও গোডাউনসমূহে মোট ৯ লাখ ৩৫ হাজার মেট্রিক টন ইউরিয়া সার মজুদ রয়েছে। অন্যদিকে কাফকোসহ বিসিআইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন কারখানাসমূহে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং রোগ তত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইন্সটিটিউটের নির্দেশিত স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণ করে উৎপাদন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এজন্য পর্যাপ্ত হ্যান্ড স্যানিটাইজার, বিচিং, মাস্ক এবং প্রয়োজনীয় পিপিই প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে বিসিআইসি'র অধীন ৬টি সার কারখানার মধ্যে ৩টি কারখানা চলমান রয়েছে এবং অন্য ৩টি কারখানা নিয়মিত সংক্ষিপ্ত মেরামতি শেষে শীঘ্রই উৎপাদন কার্যক্রম পুনরায় শুরু করার কথা জানায় বিসিআইসি।

প্রধানমন্ত্রীর প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নে কার্যকর সুপারিশ প্রণয়নের নির্দেশনা শিল্পমন্ত্রীর

করোনা মহামারীর ফলে সৃষ্ট শিল্পখাতের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য একটি কার্যকর সুপারিশমালা প্রণয়নের জন্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি। তিনি বলেন, করোনা-পরবর্তী সময়ে কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাত কীভাবে ঘুরে দাঁড়াতে পারে, সে বিষয়ে এখনই একটি কার্যকর নীতিমালা ও সুপারিশ প্রণয়ন করতে হবে। এ লক্ষ্যে তিনি শিল্প মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বিসিক, এসএমই ফাউন্ডেশন, এফবিসিসিআই, বিসিআই, নাসিব এবং ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প মালিক সমিতির প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠনের নির্দেশনা দেন। শিল্পমন্ত্রী গত ১৩ এপ্রিল তাঁর সরকারি বাসভবন থেকে প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের যথাযথ ব্যবহার, মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পগুলো দ্রুত বাস্তবায়ন এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের করণীয় বিষয়ে এক অডিও বার্তায় এ দিকনির্দেশনা দেন। অডিও বার্তায় শিল্পমন্ত্রী বলেন, করোনার প্রভাবে তৃণমূল পর্যায়ে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্থ কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প-কারখানার সঠিক তালিকা প্রণয়ন করতে হবে । প্রণোদনার অর্থের যাতে কোনো ধরনের অপব্যবহার না হয় এবং প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্থরা যাতে এর সুফল পায়, সেজন্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মনিটরিং কমিটি গঠনের নির্দেশনা দেন তিনি। এ সময় শিল্প সচিব মোঃ আবদুল হালিম শিল্পমন্ত্রীকে জানান, কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজর ২০ হাজার কোটি টাকা ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল যাতে সংশ্লিষ্ট শিল্প মালিকরা সঠিকভাবে ও সহজভাবে পান, সে লক্ষ্যে ইতিমধ্যে বিসিক, এসএমই ফাউন্ডেশন, নাসিব এবং বাংলাদেশ লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প মালিক সমিতির নিকট থেকে সুপারিশ সংগ্রহ করা হয়েছে। এর ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা একটি প্রস্তাবনা তৈরি করেছে। মন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে এগুলো যাচাই-বাছাই করে প্রস্তাবনা আকারে বাংলাদেশ ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ও অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হবে। জনাব হুমায়ূন প্রধানমন্ত্রীর ৩১ দফা নির্দেশনা অনুসরণ করে সরকারি-বেসরকারি খাতে পরিচালিত উৎপাদনশীল শিল্পকারখানা সচল রাখতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেন। একই সাথে তিনি জনগণের খাদ্য নিরাপত্তার জন্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিসিআইসির কারখানাগুলোতে সার উৎপাদন এবং জেলা প্রশাসকদের সহায়তায় কৃষক পর্যায়ে সারের সরবরাহ নিশ্চিত করার তাগিদ দেন। তিনি পবিত্র রমজানকে সামনে রেখে ভোক্তা সাধারণের জন্য মানসম্মত পণ্য নিশ্চিত করতে বিএসটিআইকে নির্দেশনা দেন। তিনি বলেন, করোনার প্রাদুর্ভাব শুধু বাংলাদেশ নয়, গোটা বিশ্বের অর্থনীতিকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে। সাহস, ধৈর্য ও পেশাদারিত্বের সাথে এর মোকাবেলা করতে হবে। তিনি করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিরবচ্ছিন্ন কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করেন। করোনা পরিস্থিতি উত্তরণে যেসব কর্মকর্তা-কর্মচারী অগ্রণী ভূমিকা রাখছেন , তাদেরকে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে পুরস্কৃত করা হবে বলে তিনি জানান।

জুন পর্যন্ত জরিমানা ছাড়াই বয়লার চালনা সনদ নবায়নের সুযোগ

জুন ২০২০ পর্যন্ত কোনো ধরনের জরিমানা ছাড়াই সনদ নবায়নের সুযোগ দিয়েছে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়। করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবজনিত ক্ষতির কারণে শিল্প মালিকদের এই সুযোগ দেয়া হয়েছে। গত ১৫ এপ্রিল প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়ের এক অফিস আদেশে একথা জানানো হয়। এতে বলা হয়েছে, মার্চ থেকে মে, ২০২০ মাস পর্যন্ত সময়ের মধ্যে যাদের বয়লার চালনা সনদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হবে, তারা রুটিন ফি দিয়ে জুন মাসের মধ্যে সনদ নবায়ন করতে পারবেন । এর জন্য কোনো ধরনের জরিমানা দিতে হবে না।

নিরাপদ খাদ্য পণ্য নিশ্চিত করতে বিএসটিআইয়ের সার্ভিলেন্স জোরদারের নির্দেশ

করোনা মহামারীর মধ্যেও জরুরি সেবা চালু রেখেছে বিএসটিআই

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি'র নির্দেশনায় পবিত্র রমজানে সেহরি ও ইফতারে ধর্মপ্রাণ রোযাদারদের জন্য নিরাপদ ও মানসম্মত খাদ্য পণ্য নিশ্চিত করতে বিএসটিআইয়ের সার্ভিলেন্স কার্যক্রম জোরদার করার পাশাপাশি যেকোনো পরিস্থিতিতে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মান পরীক্ষাসহ প্রতিষ্ঠানটির অন্যান্য জরুরি সেবা চালু রাখা হয়েছে। পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে ভোক্তা সাধারণের জন্য নিরাপদ ও মানসম্মত খাদ্য পণ্য নিশ্চিতকরণ, শিল্পখাতের জন্য প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ যথাযথ বাস্তবায়ন ও করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় প্রধানমন্ত্রীর ৩১ দফা নির্দেশনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কার্যকর কৌশল নির্ধারণ বিষয়ক সভায় শিল্পমন্ত্রী এ নির্দেশনা দেন। গত ২৩ এপ্রিল শিল্প মন্ত্রণালয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন। শিল্পসচিব মোঃ আবদুল হালিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় শিল্পমন্ত্রী রমজান উপলক্ষে বিভিন্ন সুপার শপ এবং চালু থাকা খাদ্যপণ্যের দোকানগুলোতে সার্ভিলেন্স বাড়িয়ে নিরাপদ খাদ্য পণ্যের যোগান নিশ্চিত করার নির্দেশনা দেন। তিনি খাদ্য উৎপাদনকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোকে গুণগতমানের পণ্য উৎপাদন এবং বিপণনের জন্য বিএসটিআইয়ের পক্ষ থেকে সতর্কতামূলক পত্র প্রেরণের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় জনসচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি প্রচার এবং মোবাইলে এসএমএস প্রেরণ করে সবাইকে সচেতন করার পরামর্শ দেন। বিশেষ করে বিদেশ থেকে নিম্নমানের পণ্য যেন আমদানি করা না যায় এবং আমদানিকারকগণ যাতে কোন ধরনের হয়রানির শিকার না হন সে বিষয়টি বিবেচনায় রেখে জরুরি সেবা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়েছে। তিনি বলেন, রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন বিভাগীয় শহরে অবস্থিত সুপার শপগুলোতে আখ থেকে উৎপাদিত দেশীয় গুণগতমানের চিনি, কেরু এণ্ড কোম্পানির ভিনেগার, হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও 'সোনার দানা' জৈব সার সহজপ্রাপ্য করতে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে তিনি বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের প্রতি নির্দেশনা দেন। করোনার ফলে কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন উল্লেখ করে শিল্পমন্ত্রী বলেন, এসব উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় ও বাজারজাতকরণে সর্বাত্মক সহায়তা দেয়া হবে। তিনি এসএমই শিল্পোদ্যোক্তাদের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে ডিজিটাল পদ্ধতিতে অর্থাৎ ই-কমার্স এর মাধ্যমে তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ে সহযোগিতা বাড়াতে এসএমই ফাউন্ডেশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, ক্ষুদ্র মাঝারি ও কুটির শিল্পের জন্য প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত বিশেষ প্রণোদনা প্যাকেজ যাতে শুধু ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তারা পান, সেটি অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। এ বিষয়ে কোনো প্রকার দুর্নীতি হলে কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। শিল্প প্রতিমন্ত্রী এ সময় রাষ্ট্রায়ত্ব চিনিকলগুলোর শ্রমিক,কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের বকেয়া বেতন দ্রুত পরিশোধ করার নির্দেশনা দেন। মাঠ পর্যায়ে লবণ উৎপাদন অব্যাহত রাখার পাশাপাশি করোনার ফলে লবণ চাষীরা যাতে কোনোভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সে বিষয়ে বিসিককে সজাগ থাকার পরামর্শ দেন তিনি।

নিরাপদ খাদ্য পণ্য নিশ্চিত করতে বিএসটিআইয়ের সার্ভিলেন্স জোরদারের আলোচনা সভায় উপস্থিত আছেন শিল্পমন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও শিল্প সচিব।

মুনাফার ধারা অব্যাহত রেখেছে গাজী ওয়্যারস লিমিটেড

দেশে বিশ্বমানের সুপার এনামেল তামার তার তৈরি করে মুনাফার ধারা অব্যাহত রেখেছে বাংলাদেশ স্টীল এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন (বিএসইসি) এর শিল্প প্রতিষ্ঠান গাজী ওয়্যারস লিমিটেড। গত ২৬ এপ্রিল বিএসইসি সূত্রে এ তথ্য জানা যায়। এতে বলা হয়, জাপানের উন্নতমানের ইলেকট্রোলাইটিক তামার তার এবং হিটাচির ইনসুলেটিং ভার্নিস ব্যবহার করে ৯৯ দশমিক ৯৯ ভাগ সুপার এনামেল তামার তার উৎপাদন করছে গাজী ওয়্যারস লিমিটেড। ফলে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী আন্তর্জাতিক মানের তামার তার সরবরাহ করে লাভের ধারা অক্ষুণ্য রেখেছে গাজী ওয়্যারস।

কৃষি যন্ত্রাংশ উৎপাদন অব্যাহত বগুড়া বিসিক শিল্প নগরীতে

দেশের বৃহত্তম কৃষি যন্ত্রাংশ উৎপাদন কেন্দ্র বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)-এর বগুড়া শিল্পনগরীতে কৃষি যন্ত্রপাতিসহ অন্যান্য হালকা প্রকৌশল পণ্য উৎপাদন অব্যাহত রয়েছে। হাওড় অঞ্চলসহ দেশের অন্যান্য এলাকায় বোরো মৌসুমের ধান দ্রুত সংগ্রহে কৃষকদের কৃষি যন্ত্রাংশের চাহিদার কথা বিবেচনা করে এ শিল্পনগরীর কার্যক্রম চলমান রাখা হয়েছে। বিসিকের সূত্র জানা যায়, বগুড়া বিসিক শিল্পনগরীতে বিভিন্ন ধরনের ৪৫টি হালকা প্রকৌশল শিল্পকারখানা রয়েছে। করোনার প্রাদুর্ভাবজনিত পরিস্থিতিতে বিসিকের সার্বিক সহায়তা ও তত্ত্বাবধানে বর্তমানে এই শিল্প নগরীতে ৩৫টি শিল্প কারখানা চালু রয়েছে এবং গড়ে দৈনিক ১ কোটি টাকার অধিক মূল্যমানের হালকা প্রকৌশল যন্ত্রপাতি উৎপাদিত হচ্ছে। এসকল খুচরা যন্ত্রাংশ সমগ্র দেশের চাহিদা মিটিয়ে ভারত, নেপাল, ভুটানে রপ্তানি হয়ে থাকে।

উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে গেল ডিএপি সার কারখানা

ডাই-অ্যামোনিয়াম ফসফেট (ডিএপি) সার উৎপাদনে ২০১৯-২০ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে গেছে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ডিএপি ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড (ডিএপিসিএল)। গত ৫ মে বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) এ তথ্য জানায়। চট্টগ্রামের রাঙ্গাদিয়ায় অবস্থিত বিসিআইসির অধিভুক্ত এ কারখানায় চলতি অর্থবছরে ডিএপি সার উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৬০ হাজার মেট্রিক টন। ০৪ মে,২০২০ পর্যন্ত কারখানাটিতে ৬৪ হাজার ৭৬ মেট্রিক টন ডিএপি সার উৎপাদন হয়েছে। বিসিআইসির নিয়ন্ত্রণাধীন ডিএপি ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড (ডিএপিএফসিএল) দেশের একমাত্র ডিএপি সার উৎপাদনকারী কারখানা।

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য ১ হাজার ১শত কোটি টাকা সিড মানি চেয়েছে শিল্প মন্ত্রণালয়

করোনা পরিস্থিতিতে এসএমই খাতের জন্য ঘোষিত প্যাকেজে ব্যাংকিং ব্যবস্থার আওতাবহির্ভূত অতিক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ঋণ সহায়তার জন্য সিড মানি হিসেবে ১ হাজার ১শত কোটি টাকা চেয়েছে শিল্প মন্ত্রণালয়। সিড মানি দিয়ে অতিক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য এসএমই ফাউন্ডেশন পাঁচশত কোটি ও বিসিক ছয়শত কোটি টাকার ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে। কোভিড-১৯'র প্রাদুর্ভাবের কারণে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উদ্যোক্তাগণের অপেক্ষাকৃত বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করে শিল্প মন্ত্রণালয় এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। শিল্প মন্ত্রণালয় ৩০ এপ্রিল এ সংক্রান্ত একটি পত্র অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করেছে।

মুনাফার ধারায় ফিরেছে রাষ্ট্রয়ত্ত প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল টিউবস লিমিটেড

মুনাফার ধারায় ফিরেছে রাষ্ট্রয়ত্ত প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল টিউবস লিমিটেড (এনটিএল)। গত ৮ মে বাংলাদেশ স্টিল এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন (বিএসইসি) এ তথ্য জানান। বিএসইসি'র অধিভুক্ত দেশের একমাত্র সরকারি পাইপ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানটি ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের মার্চ মাস পর্যন্ত ৯১ লাখ ২৭ হাজার টাকা লাভ করেছে । পাশাপাশি ভ্যাট ও ট্যাক্সসহ বিভিন্নখাতে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে ৭ কোটি ০১ লাখ টাকা প্রদান করেছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর হতে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর পর্যন্ত নানাবিধ কারণে এ প্রতিষ্ঠান মুনাফা অর্জন করতে না পারলেও গত তিন বছরে কারখানাটি রাষ্ট্রীয় কোষাগারে যথাক্রমে ৫ কোটি ৭৮ লাখ ৫৩ হাজার, ৫ কোটি ৭০ লাখ ৮১ হাজার ও ৬ কোটি ৯৯ লাখ টাকা জমা দিয়েছে। ন্যাশনাল টিউবস লিমিটেড দেশের একমাত্র রাষ্ট্রায়ত্ব পাইপ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। এটি আন্তর্জাতিকমানের এমএস, জিআই ও এপিআই পাইপ উৎপাদন করে থাকে। এর কারখানায় হাউজিং এস্টেট ও সেচ কাজে ব্যবহারের জন্য আন্তর্জতিকমানের এমএস ও জিআই পাইপ উৎপাদন হচ্ছে। এছাড়া প্রতিষ্ঠানটি আমেরিকান

পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট (এপিআই) লাইসেন্সের আওতায় তৈল ও গ্যাস সঞ্চালন এবং জাহাজের পাইপিং এর কাজে ব্যবহারের জন্য এপিআই গ্রেডের স্টিল পাইপ উৎপাদন করে আসছে। উল্লেখ্য, এনটিএলই দেশে একমাত্র এপিআই গ্রেডের পাইপ উৎপাদন করে থাকে।

স্বাস্থ্যবিধি মেনে ভিটামিনসমৃদ্ধ ভোজ্য তেল নিশ্চিত করার নির্দেশনা শিল্পমন্ত্রীর

চলমান করোনা পরিস্থিতিতে শ্রমিক-কর্মচারিদের স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ মেনে ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ ভোজ্যতেল উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিত করার নির্দেশনা দিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি। গত ১৪ মে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ভোজ্যতেল প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানার শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় শিল্পমন্ত্রী এ কথা বলেন। শিল্পমন্ত্রী এসময় স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রীর যথাযথভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে ভোজ্যতেল উৎপাদন নিশ্চিত হবে বলে আশা প্রকাশ করেন। শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে গোবাল এলায়েন্স ফর ইম্প্রুভড নিউট্রিশন (গেইন)-এর অর্থায়নে এসকল উপকরণ কারখানাগুলোর কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়। শিল্প সচিব মোঃ আবদুল হালিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি। শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, কারখানাগুলোর উৎপাদন কার্যক্রম অব্যাহত রাখার স্বার্থে শ্রমিকদের যত্ন নিতে হবে ও তাদের জন্য যথাযথ সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। প্রতিমন্ত্রী এসময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ৩১ দফা ও করোনাকালে কলকারখানা পরিচালনা সংক্রান্ত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনাসমূহ মেনে চলে সকল কারখানা পরিচালনার আহবান জানান। অনুষ্ঠানে ভোজ্যতেল প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানার শ্রমিক-কর্মচারিদের ব্যবহারের জন্য ৫০টি ইনফ্রারেড থার্মোমিটার, ২৫ হাজার প্রোটেকটিভ মাস্ক, ২৫ হাজার প্রোটেকটিভ গাভস, ১২ হাজার হেড মাস্ক ও ১শ' ২৫ লিটার হ্যান্ড সেনিটাইজার বিতরণ করা হয়। এর আগে একই স্থানে চলমান করোনা পরিস্থিতিতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে দিকনির্দেশনামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

করোনা পরিস্থিতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প সংক্রান্ত দিকনির্দেশনামূলক সভা

দেশের অর্থনীতির চাকাকে গতিশীল রাখার আহ্বান শিল্প মন্ত্রীর

করোনার বাস্তবতা মেনে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে দেশের অর্থনীতির চাকাকে গতিশীল রাখার আহবান জানিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী দূরদর্শিতার সাথে করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণাসহ অন্যান্য নির্দেশনা প্রদান করছেন। এ সকল নির্দেশনার আলোকে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ন্যায় শিল্প মন্ত্রণালয় ও এর অধীন দপ্তর-সংস্থা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানকে কাজ করতে হবে। গত ১৪ মে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে চলমান করোনা পরিস্থিতির মধ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে দিকনির্দেশনামূলক সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় শিল্পমন্ত্রী একথা বলেন। শিল্প সচিব মোঃ আবদুল হালিমের সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি। শিল্পমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি)-এর আওতাধীন সার কারখানা ও বাফার গোডাউন-সমূহে বর্তমানে ১০ লাখ মেট্রিক টন সার মজুদ আছে। তিনি বলেন, করোনা পরিস্থিতি কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধিতে দেশের সর্বত্র কৃষকদের নিকট পর্যাপ্ত সার সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। এ জন্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিসিআইসি'র সার কারখানাসমূহে উৎপাদন কার্যক্রম অব্যাহত রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন মন্ত্রী। এছাড়া, তিনি বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের চিনিকলসমূহে মজুদ চিনি দ্রুত বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দেন। বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার রাষ্ট্রায়ত্ব চিনিকলগুলোকে লাভজনক করতে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনকে আরও তৎপর হবার নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি বলেন, সুগার কর্পোরেশনের অনুমোদন ছাড়া কোন চিনিকলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক স্থায়ী বা অস্থায়ী কোনভাবেই কাউকে নিয়োগ দিতে পারবেন না। প্রতিমন্ত্রী বলেন, চিনির উৎপাদন বাড়াতে উন্নত জাতের আখ উৎপাদন করতে হবে এবং আখ চাষিদের নিকট হতে ক্রয়কৃত আখের সঠিক হিসাব সংরক্ষণ করতে হবে। শিল্প প্রতিমন্ত্রী সারের অপচয় রোধে বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশনের নির্মাণাধীন বাফার গোডাউনসমূহের কাজ দ্রুত সমাপ্ত করা নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি বলেন, বাফার গোডাউনসমূহের কাজ দ্রুত সমাপ্ত করার স্বার্থে আগামীতে দক্ষ ও অভিজ্ঞ দেশী স্টিল বিল্ডিং প্রতিষ্ঠানকে কাজ দিতে হবে। তিনি লবণ চাষিদের রক্ষার্থে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক)-এর মাধ্যমে চাষিদের কাছ থেকে লবণ ক্রয় এবং বাংলাদেশ ষ্ট্যাণ্ডার্ড এণ্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউট (বিএসটিআই) এর কার্যক্রম নিয়মিত গণমাধ্যমে উপস্থাপন করার পরামর্শ প্রদান করেন। সভায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর-সংস্থাসমূহের প্রধানগণসহ মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহকে ঢেলে সাজানো হচ্ছেঃ শিল্প মন্ত্রী

শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে লাভজনক করতে ঢেলে সাজানো হচ্ছে বলে জানিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন। তিনি বলেন, নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারিত করতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে নতুন গতি এসেছে। গত ২৭ মে ২০২০ শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে মন্ত্রণালয়ের নবনিযুক্ত সচিব কে এম আলী আজমের দায়িত্ব গ্রহণ এবং বিদায়ী সচিব মোঃ আবদুল হালিমের কর্মজীবনের সমাপ্তি উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় শিল্পমন্ত্রী একথা বলেন। নবনিযুক্ত সচিব কে এম আলী আজমের সভাপতিত্বে সভায় শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন। শিল্পমন্ত্রী বলেন, করোনার পরিস্থিতিতে অর্থনীতির চাকাকে গতিশীল রাখতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানাসমূহ চালু রাখা হয়েছে। পাশাপাশি, এসময় চাহিদা অনুসারে বেসরকারী উদ্যোক্তাদেরও সবধরনের সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে। তিনি বলেন, করোনা পরিস্থিতিতে জীবন ও জীবিকার মাঝে সমন্বয় রেখে সরকার কাজ করছে। বিশ্ববাজারে বাংলাদেশী পণ্যের যে অবস্থান তৈরি হয়েছে সেটি ধরে রাখার জন্য সকলকে একযোগে কাজ করার আহবান জানান শিল্পমন্ত্রী। শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কল-কারখানাগুলোকে লাভজনক করতে সরকার বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এসকল উদ্যোগের ফলে অলাভজনক কারখানাগুলো ধীরে ধীরে ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে লাভজনক হয়ে উঠছে। চালু কারখানাগুলোকে লাভজনক করার পাশাপাশি বন্ধ কারখানাগুলো চালু করার বিষয়ে সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। সভায় শিল্প প্রতিমন্ত্রী সরকারের রূপকল্প ২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১ অর্জনের পথে দেশের শিল্পখাতকে এগিয়ে নিয়ে যেতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের নির্দেশনা প্রদান করেন।

করোনাকালীন অগ্রাধিকার চিহ্নিত করে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য শিল্প সচিবের নির্দেশ

করোনাকালীন অগ্রাধিকার চিহ্নিত করে কর্মপরিকল্পনা তৈরি এবং তা দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দিয়েছেন শিল্প সচিব কে এম আলী আজম। তিনি বলেন, নির্ধারিত সময়ে মন্ত্রণালয় গৃহীত প্রকল্পসহ অন্যান্য জরুরি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে উইংভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক তা পরিকল্পিতভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। তিনি জাতীয় স্বার্থে মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, যোগ্যতা ও জ্ঞান কাজে লাগানোর তাগিদ দেন। শিল্পসচিব গত ৩১ মে মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে আয়োজিত এক সভায় এ নির্দেশনা দেন। শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে মন্ত্রণালয়ের সকল অনুবিভাগের প্রধানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সভায় বিগত এক বছরে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অর্জিত সাফল্য, মন্ত্রণালয়ের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা এবং চ্যালেঞ্জ উপস্থাপন করা হয়। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মন্ত্রণালয়ের করণীয় সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভায় জানানো হয়, এডিপিভুক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে গত অর্থবছরের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় এবারও সংস্থাভিত্তিক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। করোনা মহামারীকালে সরকারি ছুটির মধ্যেও এসব প্রকল্পের কার্যক্রম অব্যাহত ছিল। প্রকল্প বাস্তবায়নে চলতি অর্থবছরেও শিল্প মন্ত্রণালয় সাফল্যের ধারা অক্ষুণ্য রাখবে বলে সভায় আশা প্রকাশ করা হয়। সভায় চামড়া শিল্পখাতের উন্নয়নে সাভার চামড়া শিল্পনগরী প্রকল্পের বিদ্যমান সুবিধার পরিপূর্ণ ব্যবহার, আসন্ন ঈদুল আজহায় চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ, অস্থায়ী কেমিক্যাল গুদাম নির্মাণ, পাস্টিক ও মুদ্রণ শিল্পনগরীর বাস্তবায়নসহ অগ্রাধিকার প্রকল্পগুলোর অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। একই সাথে গত বছরের ঈদুল আজহায় চামড়া শিল্পখাতে সৃষ্ট সমস্যার কথা মাথায় রেখে এখন থেকেই কার্যকর কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। সভায় শিল্প সচিব বলেন, সীমিত আকারে চালুকৃত অফিসের সময় দক্ষতার সাথে ব্যবহার করে মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমকে গতিশীল রাখতে হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ বর্তমানে উন্নয়নের টেক-অফ (takeoff) পর্যায়ে রয়েছে। এটি অব্যাহত রাখতে শিল্প মন্ত্রণালয় পরিবারকে সর্বোচ্চ মেধা, যোগ্যতা, দক্ষতা, দেশপ্রেম ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে হবে। এক্ষেত্রে তিনি কর্মকর্তাদের সর্বাত্মক সহায়তা দেবেন বলে উলেখ করেন। তিনি বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে শিল্প মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট কোন কার্যক্রম অনিষ্পন্ন থাকলে তা নিষ্পত্তির জন্য ব্যক্তিকেন্দ্রিক যোগাযোগ বৃদ্ধির নির্দেশনা দেন।

চামড়া সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের জন্য আর্থিক সুবিধা নিশ্চিত করা হবে

-----শিল্পমন্ত্রী

চামড়া শিল্পের বিশাল সম্ভাবনা কাজে লাগাতে আসন্ন ঈদ-উল-আযহায় চামড়া ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত ব্যবসায়ীদের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সুবিধা নিশ্চিত করা হবে বলে জানিয়েছেন শিল্প মন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি। তিনি বলেন, করোনা পরিস্থিতি বিবেচনা করে চামড়া শিল্পের সাথে জড়িত ব্যবসায়ীদের লাভের কথা বিবেচনা করে কাঁচা চামড়া ও লবণযুক্ত চামড়ার মূল্য নির্ধারণ করা হবে। এতে ব্যবসায়ীরা পর্যাপ্ত পরিমাণে চামড়া ক্রয় ও সংরক্ষণ করার সক্ষমতা অর্জন করবেন। গত ২২ জুন চামড়া শিল্প উন্নয়নের লক্ষ্যে গঠিত টাস্কফোর্সের দ্বিতীয় সভায় সভাপতিত্বকালে শিল্প মন্ত্রী একথা বলেন। ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত এ সভায় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান ফজলুর রহমান এমপি, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন এমপি, শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি, শিল্প সচিব কে এম আলী আজম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া, বাণিজ্য সচিব ড. মোঃ জাফর উদ্দীন অংশ নেন।

সভায় জানানো হয়, আসন্ন ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষে জেলা ও উপজেলা প্রশাসন সহায়তায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন উদ্যোগে মসজিদের ইমাম, মৌসুমী চামড়া ব্যবসায়ী, চামড়া ছড়ানোর সাথে জড়িতদের চামড়া ছড়ানো ও সংরক্ষণের বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। সভায় তথ্য মন্ত্রণালয় ও লেদার বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিলের মাধ্যমে ঈদ-উল-আযহার কয়েকদিন পূর্ব হতে টেলিভিশনে জনসচেতনতামূলক বিজ্ঞাপন প্রচারসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারণা কার্যক্রম চালানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। শিল্পমন্ত্রী বলেন, করোনা পরিস্থিতির উত্তরণ ঘটিয়ে চামড়া শিল্প যাতে ঘুরে দাঁড়াতে পারে সে লক্ষ্যে ট্যানারী মালিক, আড়তদার, চামড়াখাত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ধরণের কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকসহ সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে। তিনি বলেন, চামড়া শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত শ্রমিকদের সহযোগিতা প্রদান এবং বিগত বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে আসন্ন ঈদ-উল-আযহার সময় চামড়ার সঠিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে সরকার কাজ করছে। এ লক্ষ্যে তিনি সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে খোলা মন নিয়ে কাজ করার আহ্বান জানান। সভায় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান ফজলুর রহমান এমপি ট্যানারি শিল্পের জন্য বাজেট সহায়তা নিশ্চিত করতে অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগের পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, হাজারিবাগে ট্যানারি মালিকদের জমি হতে রাজউকের 'রেড জোন' প্রত্যাহার করা হলে মালিকদের ঋণ পেতে সুবিধা হবে। ট্যানারি মালিকদের জন্য ঋণ সহায়তা নিশ্চিত করা সম্ভব না হলে আসন্ন ঈদ-উল-আযহায় চামড়া পরিস্থিতির উন্নতি হবে না বলে তিনি আশংকা করেন। শিল্প প্রতিমন্ত্রী আসন্ন ঈদ-উল-আযহায় চামড়া সংরক্ষণে দেশের কওমি মাদ্রাসাগুলোকে কাজে লাগানোর প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, কওমি মাদ্রাসাগুলো বহুদিন ধরে চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণের সাথে জড়িত এবং এ থেকে অর্জিত আয় দিয়ে ওইসব প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে। কোরবানি উপলক্ষে কওমি মাদ্রাসাগুলোকে আর্থিক সহযোগিতা দিলে তারা আসন্ন কোরবানির ঈদে চামড়া ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। শিল্প প্রতিমন্ত্রী হাজারীবাগে অবস্থিত ট্যানারি মালিকদের জমিতে 'রেড জোন' ঘোষণা দ্রুত প্রত্যাহারের জন্য রাজউকের প্রতি আহ্বান জানান। শিল্প প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ট্যানারি মালিকরা যাতে ঋণ পেতে পারেন, সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে-হবে। তিনি সাভারে চামড়া শিল্পনগরীতে সিইটিপির কাজ দ্রুত সমাপ্ত করতে বিসিককে নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া কাঁচা চামড়া ও লবণযুক্ত চামড়ার সঠিক মূল্য নির্ধারণ এবং ট্যানারি মালিক ও কাঁচা চামড়া ব্যবসায়ীদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি এ লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে এখন থেকেই পরিকল্পিতভাবে কাজ করার পরামর্শ দেন। শিল্প সচিব কে এম আলী আজম বলেন, আসন্ন ঈদ-উল-আযহাকে সামনে রেখে তৃণমূল পর্যায়ে চামড়া ব্যবস্থাপনার জন্য স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, পুলিশ, উপজেলা নির্বাহি অফিসার, মৌসুমি চামড়া ব্যবসায়ী, ব্যবসায়ী প্রতিনিধিসহ সংশ্লিষ্টদের সাথে নিয়ে সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে জেলা প্রশাসনকে নির্দেশনা দেয়া হবে। এ জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় কাজ করছে বলে তিনি উলেখ করেন।

প্রণোদনা প্যাকেজের সুফল নিশ্চিত করতে এসএমই ডাটাবেজ দ্রুত আপডেট করা হবে

করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত দেশের কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতকে সুরক্ষার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের সুফল নিশ্চিত করতে এসএমই ডাটাবেজ দ্রুত আপডেট করা হবে বলে জানিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি। তিনি বলেন, শিল্প মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় এসএমই ফাউন্ডেশন এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এই ডাটাবেজ আপডেট করবে। এর ফলে তৃণমূল পর্যায়ে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তারা প্রণোদনার সুফল পাবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। শিল্পমন্ত্রী গত ২৩ জুন "কোভিড-১৯ অথনৈতিক সংকট এবং বাংলাদেশের এসএমই শিল্পখাত" শীর্ষক ভার্চুয়াল সংলাপে অংশ নিয়ে সম্মানিত অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন। দেশে করোনা সংকট উত্তরণের লক্ষ্যে মেট্রোপলিটন চেম্বার অফ কমার্স এণ্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই), ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যাণ্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই), চিটাগং স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই), বিল্ড (BUILD) এবং পলিসি এক্সচেঞ্জের যৌথ উদ্যোগে গঠিত পলিসি ডেভলপমেন্ট প্যাটফর্ম 'রিসারজেন্ট বাংলাদেশ' এ সংলাপের আয়োজন করে। শিল্পমন্ত্রী বলেন, তৃণমূল পর্যায়ে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত এসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনার সুবিধা নিশ্চিত করতে ইতোমধ্যে জেলা পর্যায়ে মনিটরিং কার্যক্রম চালু হয়েছে। প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের চিহ্নিত করতে জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে একটি যাচাই-বাছাই কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং এ কমিটি কাজ শুরু করেছে। করোনা পরিস্থিতিতে বিদ্যমান কর্মসংস্থান ধরে রাখার পাশাপাশি নতুন কর্মসংস্থান সৃজন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় অর্থনীতির প্রাণ শক্তি হিসেবে এসএমই খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বর্তমান সরকার করোনা পরিস্থিতিতেও জীবন ও জীবিকা সচল রাখতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং শিল্পায়ন চালু রাখার বাস্তবসম্মত উদ্যোগ নিয়েছে। এর পাশাপাশি বিদেশ ফেরত জনশক্তিকে উৎপাদনশীল এসএমই খাতে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা চলছে বলে তিনি জানান।

আমাদের কথা

বঙ্গবন্ধুর শিল্পদর্শন ছিল খাতভিত্তিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মানের উৎকর্ষ সাধন। বঙ্গবন্ধুর শিল্পায়ন ও উন্নয়নের দর্শনকে ভিত্তি হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে তার সুযোগ্য উত্তরসুরী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা জাতির নিকট রূপকল্প-২০২১ ও রূপকল্প-২০৪১ ঘোষণা করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রাজ্ঞ ও দৃঢ় নেতৃত্বে গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশ প্রবৃদ্ধির ইতিবাচক ধারা অব্যাহত রেখেছে। মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে শিল্প খাতের অবদান। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান ৩৫.১৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে, যা ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ছিল ৩৩.৭১ শতাংশ। এটি ৪০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য নিয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

ডিজিটাল পদ্ধতিতে সেবাদান প্রক্রিয়ায় শিল্প মন্ত্রণালয় শুরু থেকে এগিয়ে রয়েছে। করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও শিল্প মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সংস্থাসমূহে ভার্চুয়াল কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে স্বাভাবিক সময়ের মতোই রুটিন মাফিক সব ধরণের পূর্ব নির্ধারিত সভা, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ), কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত কর্মপরিকল্পনা (আইএপি) এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পগুলোর (এডিপি) অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়েছে। কোভিড ১৯ এর সংক্রমণ মোকাবেলা ও বিস্তার রোধকল্পে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সকল অনুবিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ নথির সকল কার্যক্রম (অত্যাবশ্যক ক্ষেত্র ব্যতীত) ও পত্র যোগাযোগ শতভাগ ই-নথির মাধ্যমে সম্পন্ন করেছেন এবং করছেন। ফলে মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সেবাপ্রত্যাশীগণ দ্রুত সেবা পাচ্ছেন। মধ্যম ক্যাটাগরির ১৫টি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে ই-নথি ব্যবস্থাপনায় ২০২০ সালের জুন মাসেও শীর্ষস্থান অর্জন করেছে শিল্প মন্ত্রণালয়। এ নিয়ে ২০২০ সালে পরপর চারবার এবং জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত ৫ বার ই-নথিতে শিল্প মন্ত্রণালয় প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

ষান্মাসিক শিল্পবার্তায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের ধারাবাহিক অগ্রগতি ও কর্মকাণ্ডসমূহ প্রতিফলিত হয়। এর মাধ্যমে শিল্পখাত সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজন শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগ, সম্পাদিত কার্যক্রম ও কর্মপ্রয়াস সম্পর্কে সর্বশেষ তথ্য জানার সুযোগ পেয়ে থাকেন। এটি প্রকাশে মুদ্রণ জনিত যে কোনো অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি বিচ্যুতির বিষয়টি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য পাঠক মহলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

সম্পাদনা পরিষদ

লুৎফুন নাহার বেগম
অতিরিক্ত সচিব

প্রতুল কুমার সাহা
উপসচিব

মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান
উপসচিব

মোঃ আবদুল জলিল
উপ-প্রধান তথ্য কর্মকর্তা

এ এইচ এম মাসুম বিল্লাহ
সিনিয়র তথ্য অফিসার

নকশাঃ
জামিল আক্তার, নকশাবিদ, বিসিক

প্রকাশনায়ঃ শিল্প মন্ত্রণালয়, ৯১ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০, ই-মেইলঃ shilpabarta.moind@gmail.com, web:www.moind.gov.bd